सत्यमेव जयते

ত্রিপুরা সরকার

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর

ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবস-২০১৫

"সকলের জন্য ক্রীড়া"

ভূমিকা

একটি সঠিক ও সুচিন্তিত নীতিগত অবস্থান বজায় রেখে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমেই একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু এই বাস্তব সত্যটি মেনে নিয়ে আজও দেশে কোন ক্রীড়ানীতি প্রণীত হয়নি। তবে এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৭ সালে প্রণীত হয় রাজ্য ক্রীড়া নীতি। ২০০০ সালে এই নীতির রূপায়ণের লক্ষ্যে রচিত হয় একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য 'সকলের জন্য ক্রীড়া'। এছাড়া পরিকল্পনার অন্যান্য বিষয়গুলি হল — আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা, ক্রীড়ার মান বৃদ্ধি করা, যুব সমাজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ক্রীড়া ও শারীর শিক্ষাকে সামগ্রিক শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া, সুস্থ ও সবল যুব সমাজ গড়ে তোলা, প্রভৃতি।

ক্রীড়া ও যুব বিষয়ে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও অগ্রগতি

মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে খেলাধূলা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। খেলাধূলারর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তর বিশেষ ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। যেমন, বাধারঘাটের দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্স, যেখানে থাকবে ৪০০ (চারশত) মিটার জায়গা জুড়ে আধুনিক সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক্স ট্রেক, ফুটবল স্টেডিয়াম যাতে থাকবে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের ৩০ (ত্রিশ) হাজার দর্শক আসন বিশিষ্ট গ্যালারি। হকি খেলার জন্য মাঠ, ৩০০ (তিনশত) শয্যা বিশিষ্ট ক্রীড়া আবাসন, ১০০ (একশত) আসন বিশিষ্ট স্পোর্টস কনফারেন্স হল। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল যেখানে রয়েছে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা বোর্ডিং হোস্টেল। সাঁতারের মান উন্নয়নের জন্য রয়েছে আধুনিক ও সুসজ্জিত রাইমা সুইমিং পুল। যেখানে আছে কভার শেড বিশিষ্ট গ্যালারি, অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা, কার পার্কিং প্লেস, কোচদের জন্য রুম, প্লেয়ার্স রুম এবং বিশ্রামাগার।

রাইমা সুইমিং পুল

Swami Vivekananda Maidan

অত্যাধুনিক ভাবে তৈরি করা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী 'নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' (এন এস আর সি সি), যেখানে থাকবে ২০০০ (দুই হাজার) আসন বিশিষ্ট আধুনিক জিমন্যাসিয়াম হল, যোগা, ব্যাডমিন্টন, জুডো, ওয়েটলিফটিং এর জন্য শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বহুতল বিশিষ্ট হল ঘর। তাছাড়া রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত সাঁতার প্রশিক্ষণের জন্য সুইমিং পুল এবং নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা।

তৈরি করা হয়েছে ৩০০ (তিনশত) আসন বিশিস্ট শহিদ ভগৎ সিং যুব আবাস।। যেখানে রয়েছে সব ধরনের আধুনিক সুব্যবস্থা।

প্রস্তাবিত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এন এস আর সি সি'র ইনডোর হল

এছাড়াও রাজ্যের নবগঠিত ৮টি জেলার মধ্যে ৪টি জেলার ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নের ধারা একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং বাকি ৪টি জেলার ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

ক্রীড়া পরিকাঠামো	১৯৭২	১৯৯৮	২০১৪	
খেলার মাঠ	২৮	৫৬	৭৮৬	
মিনি স্টেডিয়াম	০	২৭	৪৫	
স্পোর্টস হল	০	০	০৭	
জিমনাসিয়াম	০	২	০৬	
সাঁতারের পুকুর	১২	১২	১২	
লেইক	৫	৫	৫	
নদী	৯	৯	৯	
সাঁতারের প্লেটফরম	০	০৩	১৪	
বিজ্ঞান ভিত্তিক সাঁতারের পুল	০	০	০২	
যুব আবাস	০	০	০১	
ইয়থ হোস্টেল	০	০১	০১	
ইনডোর স্টেডিয়াম	০	০	০১	
ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজ	০	০১	০১	
অ্যাডভেঞ্চার ইনস্টিটিউট	০	০১	০১	
ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল	০	০	০২	

তিন দিকে গ্যালারি এবং মাঠের পূর্বপ্রান্তে গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড ও উত্তর প্রান্তে মুক্ত মঞ্চ সহ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান (আস্তাবল) এর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে তুলনামূলক বিচারে দেখা যাবে বিগত পাঁচ বছরে রাজ্য দ্রুত গতিতে এই উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছে।

পাইকা / রাজীব গান্ধী খেল অভিযান (আর. জি. কে. এ.)

গ্রামস্তর থেকে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের তুলে আনার জন্য কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর ২০০৮ সাল থেকে সারা ভারতব্যাপী এই প্রকল্পটি চালু করে এই প্রকল্পে রাজ্যে ১১১৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েত / ভিলেজ কমিটি এবং ৪৫টি ব্লক খেলাধূলার আওতায় যুক্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে ৭৮৬টি পঞ্চায়েত ও ২৪টি ব্লকে খেলা এবং খেলার মাঠের উন্নতি করা হয়েছে। এই পাইকা সেন্টার গুলিতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এই প্রকল্পের অধীনে নিযুক্ত ক্রীড়শ্রীরা। গ্রামস্তর থেকে রাজ্য এবং জাতীয় স্তর পর্যন্ত প্রায় ২০টি খেলা এই প্রকল্পের মাধ্যমে অনুশীলন এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বর্তমানে এই পাইকা প্রকল্পটি রাজীব গান্ধী খেল অভিযান প্রকল্পে (আর জি কে) রূপান্তরিত হয়েছে।

ক্রীড়া সংগঠনের রূপরেখা

স্কুল স্পোর্টস বোর্ড — রাজ্যের ক্রীড়া সংগঠনের মূল কারিগর হচ্ছে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড। রাজ্য, জেলা ও ব্লক এলাকা সমূহে এই সংগঠনের হয়ে কাজ করছেন ক্রীড়াঙ্গনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সরকারি ও বেসকরারি বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ। এই বছরে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে ব্লক স্তর থেকে রাজ্য স্তরের খেলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় ৫৩,০০৭ জন ছেলে মেয়ে অংশগ্রহণ করে জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শুধু তাই নয় ২০১৪ সালে জাতীয় স্কুল গেমস (ফুটবল) আয়োজন করে জাতীয় স্তরে ত্রিপুরা খুব সুনাম অর্জন করে।